Bakul: *Mimusops elengi* L.; Family- Sapotaceae

Bakul is botanically known as *Mimusops elengi* L. belonging to the family Sapotaceae. It is common throughout India and naturally growing and now grown in tropics of both hemispheres.

The Latin "*elengi*" ephithet is due to elegant apperance of the plant itself. In Indian mythology bakul is associated with the god of love, Kamadeva. It has fragrant small flowers which are often offered in temples and religious rituals. This tree is mentioned in India ancient literature as the Ramayana and the Mahabharata. In Hindu culture Bakul is associated to *Kamadeva, the god of love*. In *Vamane Purana* it is stated that the flowers are offered for worshipping of Lord Vishnu and the seeds to Lord Shiva. Bakul is mentioned by ancient poet Kalidasa in "Meghadut". The fallen flowers of Bakul can be collected from ground and offered in worship and the flowers retain fragrance even after drying. It is used to make garland even after drying. The fragrant flowers of Bakul symbolize the religious ceremonies and rituals. The presence of Bakul tree near temples signifies the divine beauty and spirituality as well as the contributing of the cultural tapestry of many communities. Many members of Sapotaceae yield timber and Mimusops is marked as cherry mahogany and the wood is used.

বকুল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম মাইমিউসপ এ্যালেঙ্গী, এটি স্যাপোটেসি পরিবারভুক্ত। এটি সারা ভারতজুড়ে জন্মায়। বর্তমানে পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলেও জন্মাতেও দেখা যায়। এ্যালেঙ্গী শব্দটি লাতিন থেকে এসেছে, যা এই গাছের নিজস্ব সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। ভারতীয় পৌরাণিক গল্পে বকুল প্রেমের দেবতা কামদেব-এটির সঙ্গে যুক্ত। এটির ছোট, সুগন্ধি ফুল মন্দিরে ও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নিবেদন করা হয়। রামায়ণ ও মহাভারত-এটির মতো প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বকুলের উল্লেখ আছে। বামন পুরাণে বলা হয়েছে, বকুল ফুল ভগবান বিষ্ণুর পূজায় এবং এটির বীজ শিবের পূজায় নিবেদন করা হয়। প্রাচীন কবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত-এ বকুলের কথা উল্লেখ করেছেন। বকুল ফুলের একটি বিশেষত্ব হলো গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার পরও এই ফুল সংগ্রহ করে পূজায় ব্যবহার করা যায় এবং শুকিয়ে যাওয়ার পরও এটির সুগন্ধ অটুট থাকে। তাই শুকনো ফুল দিয়েও মালা তৈরি হয়। সুগন্ধি বকুল ফুল ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানের প্রতীক। মন্দিরের কাছে বকুল গাছের উপস্থিতি কেবল পবিত্র সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীকই নয়, বরং বহু সম্প্রদায়ের লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। স্যাপোটেসি পরিবারের বহু

গাছ কাঠ সরবরাহ করে এবং বকুলের কাঠ চেরি মহগনি নামে পরিচিত ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।